রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২২ সনের ৪১ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৩, ২০২২

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৯৩—৭১৯
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৫২১—১৫৪৪
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৫৭—১০৭১
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ শ্রাবণ ১৪২৯বঃ/২০ জুলাই ২০২২ খ্রিঃ

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০১.১৭-২৬০**—Bangladesh Bank Order, 1972 এর Article 9(3)(d) এর বিধান অনুযায়ী অর্থ বিভাগ-এর সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব আব্দুর রউফ তালুকদার এর স্থলে জনাব ফাতিমা ইয়াসমিন, সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-কে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৩ (শুল্ক)

আদেশ

তারিখ : ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯/০৫ জুন ২০২২

নং **০৮.০০.০০০০.০৩৮.৬৫.০০৯.১৫-৭৮**—যেহেতু, মোঃ জাহিদুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর:৩০০১৯২), উপপরিচালক, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমী, চট্টগ্রাম; উপ কমিশনার হিসেবে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রাজশাহীতে কর্মরত থাকাকালীন তার বিরুদ্ধে স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ভ্যাট সংক্রান্ত মামলা ও জরিমানার ভয় দেখিয়ে উৎকোচ গ্রহণ, অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকা আদায় ও আত্মসাতের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। তদ্‌প্রেক্ষিতে এ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বিষয়টি তদন্তের জন্য অতিরিক্ত কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুরকে আহ্বায়ক করে ০২ (দুই) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়;

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

০২। যেহেতু, তদন্ত কমিটি কর্তৃক তাকে ২২ জুন ২০২১ তারিখে তদন্ত কমিটির নিকট উপস্থিত হয়ে লিখিত বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি তদন্ত কমিটির শুনানিতে উপস্থিত না হয়ে বার বার নানা অজুহাতে সময় প্রার্থনা করে এবং তার লিখিত বক্তব্য প্রদান না করে তদন্ত কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন। তার উক্তরূপ কার্যকলাপের কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮এর বিধি-৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ আনয়নপূর্বক বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারি করা হয়;

০৩। যেহেতু, অভিযোগনামার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন এবং গত ০২ জুন ২০২২ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। তার আবেদন, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত তথ্য, রাষ্ট্রপক্ষের উপস্থাপিত তথ্য প্রমাণাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, তদন্ত কমিটি কর্তৃক তাকে একাধিকবার উপস্থিত হয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য নোটিশ প্রদান করা হলেও তিনি তদনুযায়ী উপস্থিত হননি বা তার বক্তব্য প্রদান করেননি। তদন্ত কমিটির অনুরোধের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতেও তাকে তদন্ত কাজে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করতে হয়েছে। তার অসহযোগিতার কারণে তদন্ত কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তিনি উদ্দেশ্যে প্রণোদিতভাবে তদন্ত কমিটিকে অসহযোগিতা করেননি মর্মে বক্তব্য প্রদান করলেও তার কর্মকাণ্ডে তদন্ত কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। তদন্ত কমিটির নির্দেশনা পালনের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তিনি সরকারি কর্মচারী হিসেবে উক্ত নির্দেশনা পরিপালনে যথাযথ আনুগত্য প্রদর্শন করেননি;

০৪। যেহেতু, সার্বিক তথ্য পর্যালোচনায় মোঃ জাহিদুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপ কমিশনার) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

০৫। যেহেতু, মোঃ জাহিদুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর: ৩০০১৯২), উপপরিচালক (উপ কমিশনার), কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমী, চট্টগ্রাম (সাবেক-উপ কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রাজশাহী)-কে তার অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) অনুযায়ী তিরস্কার দণ্ড আরোপ করা হলো।

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুমিন
সিনিয়র সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস, রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৫ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৯ জুন, ২০২২ খ্রিঃ

নং **৩৭/২০২২/কাস্টমস/২৪৭**।—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউস প্রতিষ্ঠান মেসার্স ঢাকা ওয়্যার হাউস লিমিটেড (বন্ড লাইসেন্স নং-০৭/এসবিডব্লিউ/১৯৮১, তারিখ: ১১-০৪-১৯৮১ খ্রিঃ) এর ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নিম্নরূপে নির্ধারণ করিল, যথা :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নির্ধারিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার পরিমাণ
০১।	মেসার্স ঢাকা ওয়্যার হাউস লিমিটেড	৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ মা. ডলার

০২। বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে প্রদান করা হলো:

(ক) হালনাগাদ অডিট ও নবায়ন থাকতে হবে;

(খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে প্রণীত সফটওয়্যার (dbas.cbc.gov.bd.8080) এর মাধ্যমে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, বিক্রিত পণ্যের পরিমাণ (Quantity), সংখ্যা, ক্রয়-বিক্রয় মূল্য প্রভৃতি তথ্য যথাযথভাবে এন্ট্রি প্রদান করতে হবে;

(গ) প্রতিষ্ঠানটি ২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রথম ০৬ (ছয়) মাসের জন্য অনুমোদিত আমদানি প্রাপ্যতা নিঃশেষ হওয়ার পূর্বে অতিরিক্ত আমদানি প্রাপ্যতার আবেদন করা যাবে না;

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের নিকট কোনো নিরঙ্কুশ বকেয়া পাওনা থাকলে তা পরিশোধ করতে হবে।

তারিখ : ২৩ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৭ জুলাই, ২০২২ খ্রিঃ

নং **০৩৮/২০২২/কাস্টমস/২৬৪**।—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-11 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনস্বার্থে দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলাধীন কুমড়িয়া মৌজার খতিয়ান নং-এস এ-২৪৭, দাগ নং-১২৯০, বর্তমানে ২৫ শতাংশ জমি/এলাকাকে বন্ডেড এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হলো এবং মেসার্স সি.কে. সুয়েটারর্স লিঃ নামীয় প্রতিষ্ঠানকে উক্ত স্থানে স্থানান্তরের অনুমতি প্রদান করা হলো।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মোঃ মশিয়ার রহমান মন্ডল
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৭ জুলাই, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১০.০০.০০০০.১২৫.২৮.০০১.১৩.৪৫৮**।—যেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, যশোরের সাবেক জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার (বর্তমানে আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত ও সাময়িক বরখাস্তকৃত)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র অভিযোগে বিভাগীয় মোকদ্দমা নং ০৩/২০১৭ রুজু করা হয়; এবং

জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান-কে প্রদত্ত কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে তাঁর লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিকালে গৃহীত বক্তব্য, বিভাগীয় মোকদ্দমার তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ৩ (বি) অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়।

সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শের আলোকে জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, যশোরের সাবেক জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার (বর্তমানে আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত ও সাময়িক বরখাস্তকৃত)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি ৪(২)(এ) অনুযায়ী 'তিরস্কার' (censure) দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অভিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ গোলাম সারওয়ার
সচিব।

বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ : ২১ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৫ জুলাই, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **আর-৬/৭এন-৬৪/২০২২-৩৭৩** ।—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে যশোর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব রৌফিন রাজিয়া আলম, পিতা-এড. মোঃ মাহবুব আলম (বাচ্চু)-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগদান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ১৩ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **আর-৬/৭এন-৬৯/২০২২-৩৪১** ।—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মাকসুদা খানম, পিতা-সৈয়দ আবুয়াল হোসেন কাজী-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০১-১২-২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ তাহার বয়স ৬০ (ষাট) বছর পর্যন্ত নোটারীরূপে নিয়োগদান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ২০ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৪ জুলাই, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **আর-৬/৭এন-৬৩/২০২২-৩৫২** ।—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ সাইদুল করিম, পিতা-মৃত ফজল আহমেদ-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগদান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ১৩ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **আর-৬/৭এন-৬২/২০২২-৩৪০** ।—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোছাঃ শামছুন্নাহার, পিতা-মোঃ ফজলুল হক-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগদান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ২০ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ০৪ জুলাই, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **আর-৬/৭এন-৫৮/২০২২-৩৫০** ।—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে হবিগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব তাহমিনা খান, পিতা-মৃত এ্যাড. আব্দুল মতিন খান-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ১৩ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **আর-৬/৭এন-৫৭/২০২২-৩৩৮** ।—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মহিউদ্দিন, পিতা-মোঃ সফিউদ্দিন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার

অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ২০ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৪ জুলাই, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **আর-৬/৭এন-৫৯/২০২২-৩৫১**।—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মাহামুদা আখতার, পিতা-আক্কেল আলী হাওলাদার-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য৬ নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ১৩ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **আর-৬/৭এন-৫৬/২০২২-৩৩৭**।—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে কক্সবাজার জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব নিলুফা ইয়াসমিন, পিতা-আলহাজ্ব আনোয়ার পাশা চৌধুরী-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ০৯ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৩ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **আর-৬/৭এন-৫৫/২০২২-৩৩৫**।—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মির্জা মোহাম্মদ জামাল হোসেন, পিতা-মির্জা মোহাম্মদ ময়নাল হোসেন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **আর-৬/৭এন-৫৪/২০২২-৩৩৪**।—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মিলন সরকার, পিতা-সুরেন সরকার-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **আর-৬/৭এন-৫৩/২০২২-৩৩৩**।—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে নোয়াখালী জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ, পিতা-মৃত মকবুল আহমদ-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **আর-৬/৭এন-৫২/২০২২-৩৩২**।—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ফেনী জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব সুমন চন্দ্র ভৌমিক, পিতা-চটুলাল ভৌমিক-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার

অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **আর-৬/৭এন-৫১/২০২২-৩৩১**।—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ফরিদপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব সম্পা চক্রবর্তী, পিতা-মৃত মৃনাল চক্রবর্তী-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য৩ নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ১৪ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৮ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **আর-৬/৭এন-৪৯/২০২২-৩৪৩**।—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, পিতা-মৃত আলহাজ্ব মোঃ বাহাদুর আলী-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ১৩ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **আর-৬/৭এন-৪৮/২০২২-৩৩৬**।—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব কেশব কুমার আচার্য্য, পিতা-চন্দ্র মোহন আচার্য্য-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং **আর-৬/৭এন-৪৬/২০২২-৩৩৯**।—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আনিছুল হক, পিতা-মৃত ওবায়দুল হক-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ১৪ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৮ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **আর-৬/৭এন-৩৯/২০২২-৩৪৪**।—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব শায়লা ইসলাম, পিতা-মোঃ রফিকুল ইসলাম-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ : ০৯ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৩ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **আর-৬/৭এন-৩৮/২০২২-৩৩০**।—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ জসীম উদ্দীন, পিতা-মৃত সিকদার আলী-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য৩ নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :—

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত: তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ মোঃ সালাহউদ্দিন খাঁ
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ : ১৫ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৯ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **বিচার-৭/২-এন-১৪/২০১৩-১৮১**।—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোহাম্মদ হুমায়ন কবির, জন্ম তারিখ: ০২-০২-১৯৮০ খ্রিঃ, পিতা: মোঃ নুরুল ইসলাম, মাতা: মোছাঃ মরিয়ম খাতুন, গ্রাম-সেনেরহুদা, ডাকঘর-রাঙ্গিয়ার পোতা, উপজেলা-জীবননগর, জেলা-চুয়াডাঙ্গা) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার ০১ নং উথলী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিশেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ০৪ শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৯ জুলাই, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **বিচার-৭/২-এন-৭৯/২০১৩(অংশ)-১৯৯**।—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ হযরত আলী, জন্ম তারিখ: ০১-০২-১৯৯৫ খ্রিঃ, পিতা: মোঃ আমিনুল ইসলাম, মাতা: রেহেনা বেগম, গ্রাম-কেল্লাবন্দ, ডাকঘর-উপশহর, ওয়ার্ড নং-০৩, থানা-হাজিরহাট মেট্রো:, জেলা-রংপুর।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ০৩ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিশেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
প্রশাসন শাখা-২

আদেশ

তারিখ : ০১ আগস্ট ২০২২ খ্রিঃ

বিষয়: **আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের জন্য রাজস্বখাতে ১৭ (সতেরো) টি নতুন পদ সৃজন প্রসঙ্গে।**

নং **৫৫.০০.০০০০.১০৬.১৫.০২১.০৫(অংশ-২).১০৪**—উপর্যুক্ত বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত পদসমূহ আদেশ জারির তারিখ হতে ৩১ মে, ২০২৩ তারিখ মেয়াদের জন্য অস্থায়ীভাবে সৃজনে নির্দেশক্রমে সরকারের মঞ্জুরী জ্ঞাপন করা হলো, যথা :—

ক্রঃ নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী)	নিয়োগ-যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১।	অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (মুদ্রণ ও প্রকাশনা)	০১টি	৬৬,০০০—৭৬,৪৯০/- গ্রেড-২	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** যুগ্মসচিব (মুদ্রণ ও প্রকাশনা) পদে অন্যূন ০৩ (তিন) বৎসরের চাকরিসহ সাকুল্যে ১৮ (আঠারো) বৎসরের চাকরি। **প্রেষণে বদলির ক্ষেত্রে :** লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (ড্রাফটিং) পদের কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।

ক্রঃ নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী)	নিয়োগ-যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
		০১ টি	৫৬,৫০০—৭৪,৪০০/- গ্রেড-৩	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** উপসচিব (মুদ্রণ ও প্রকাশনা) বা উপসচিব (সংশোধন ও অভিযোজন) পদে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরিসহ সাকুল্যে ১৫ (পনেরো) বৎসরের চাকরি। **প্রেষণে বদলির ক্ষেত্রে :** লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের যগ্মসচিব (ড্রাফটিং) পদের কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।
২।	উপসচিব (মুদ্রণ ও প্রকাশনা)	০১ টি	৪৩,০০০—৬৯,৮৫০/- গ্রেড-৫	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** সিনিয়র সহকারী সচিব (মুদ্রণ ও প্রকাশনা) পদে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরিসহ ৯ম গ্রেড এবং তদূর্ধ্ব গ্রেডের পদে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা। **প্রেষণে বদলির ক্ষেত্রে :** লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের উপসচিব (ড্রাফটিং) পদের কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।
৩।	উপসচিব (সংশোধন ও অভিযোজন)	০১ টি	৪৩,০০০—৬৯,৮৫০/- গ্রেড-৫	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** সিনিয়র সহকারী সচিব (মুদ্রণ ও প্রকাশনা) পদে অন্যূন ০৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরিসহ ৯ম গ্রেড এবং তদূর্ধ্ব গ্রেডের পদে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা। **প্রেষণে বদলির ক্ষেত্রে :** লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের উপসচিব (ড্রাফটিং) পদের কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।
৪।	সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব (মুদ্রণ ও প্রকাশনা)	০১ টি	৩৫,৫০০—৬৭,০১০/- গ্রেড-৬	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** সহকারী সচিব (মুদ্রণ ও প্রকাশনা) পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। **প্রেষণে বদলির ক্ষেত্রে :** লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) পদের কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।
			২২,০০০—৫৩,০৬০/- গ্রেড-৯	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** সহকারী মুদ্রণ কর্মকর্তা পদে অন্যূন ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে ১ম শ্রেণির/সমতুল্য সিজিপিএসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২য় শ্রেণি/সমতুল্য সিজিপিএসহ ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রিসহ ২য় শ্রেণির/সমতুল্য সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। **প্রেষণে বদলির ক্ষেত্রে :** লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) পদের কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।

ক্রঃ নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী)	নিয়োগ-যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
৫।	সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব (সংশোধন ও অভিযোজন)	০১ টি	৩৫,৫০০—৬৭,০১০/- গ্রেড-৬	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** সহকারী সচিব (মুদ্রণ ও প্রকাশনা) পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি। **প্রেষণে বদলির ক্ষেত্রে :** লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) পদের কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।
			২২,০০০—৫৩,০৬০/- গ্রেড-৯	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** সহকারী মুদ্রণ কর্মকর্তা পদে অন্যূন ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে ১ম শ্রেণির/সমতুল্য সিজিপিএসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২য় শ্রেণি/সমতুল্য সিজিপিএসহ ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রিসহ ২য় শ্রেণির/সমতুল্য সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। **প্রেষণে বদলির ক্ষেত্রে :** লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) পদের কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে।
৬।	সহকারী মুদ্রণ কর্মকর্তা	০২ টি	১৬,০০০—৩৮,৬৪০/- গ্রেড-১০	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** কারিগরি সহকারী পদে অন্যূন ৮ (আট) বৎসরের চাকরি অথবা সিনিয়র প্রুফ রিডার পদে অন্যূন ৮ (আট) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে ২য় শ্রেণির/সমতুল্য সিজিপিএসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২য় শ্রেণি/সমতুল্য সিজিপিএসহ ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি। (খ) কম্পিউটারে এম এস অফিস, ইউনিকোড ও বেসিক ডাটাবেজ পরিচালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।
৭।	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৩ টি	১৬,০০০—৩৮,৬৪০/- গ্রেড-১০	বাংলাদেশ সচিবালয় (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ অনুযায়ী পূরণযোগ্য।
৮।	কারিগরি সহকারী	০১ টি	১১,০০০—২৬,৫৯০/- গ্রেড-১৩	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২য় শ্রেণির/সমতুল্য সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। (খ) কম্পিউটারে এম এস অফিস, ইউনিকোড ও বেসিক ডাটাবেজ পরিচালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।
৯।	সিনিয়র প্রুফ রিডার	০১ টি	১১,০০০—২৬,৫৯০/- গ্রেড-১৩	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** জুনিয়র প্রুফ রিডার পদে অন্যূন ৬ (ছয়) বৎসরের চাকরি। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** (ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২য় শ্রেণির/সমতুল্য সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। (খ) কম্পিউটারে এম এস অফিস, ইউনিকোড ও বেসিক ডাটাবেজ পরিচালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।
১০।	সাঁট-মুদ্রক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	০২ টি	১১,০০০—২৬,৫৯০/- গ্রেড-১৩	বাংলাদেশ সচিবালয় (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ অনুযায়ী পূরণযোগ্য।

ক্রঃ নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী)	নিয়োগ-যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১১।	জুনিয়র প্রুফ রিডার	০১ টি	৯,৩০০—২৩,৪৯০/- গ্রেড-১৬	**সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে অন্যূন উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট/সমমানের সার্টিফিকেটসহ কম্পিউটারে এম এস অফিস, ইউনিকোড ও বেসিক ডাটাবেজ পরিচালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।
১২।	অফিস সহায়ক	০২ টি	৮,২৫০—২০,০১০/- গ্রেড-২০	বাংলাদেশ সচিবালয় (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ অনুযায়ী পূরণযোগ্য।
	মোট =	**১৭ টি**		

০২। এতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সওব্য-৫ শাখা এর ৬ মে, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৫৪.১৫.০০৩.১৬.৬৯, অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, ব্যয় ব্যবস্থাপনা শাখা-৫ এর ৬ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ০৭.১৫৫.০১৫.১০.০০৫.০২৮/৯৮(অংশ-১)-৪৪৭, অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ, বাস্তবায়ন শাখা-৫ এর ৭ অক্টোবর, ২০১৯ ও ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখের যথাক্রমে, ০৭.০০.০০০০.১৬৫.১০.০০৭.১২-১১৭ ও ০৭.০০.০০০০.১৬৫.১০.০০৭.১২-১৫৭ নং স্মারকমূলে প্রদত্ত সম্মতি এবং ১৯ জুন, ২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ১৫তম সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ রয়েছে। এতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদন রয়েছে।

০৩। প্রচলিত সকল বিধি-বিধান ও আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক এ সরকারি আদেশ (জি.ও) জারি করা হলো।

মোঃ আশিকুজ্জামান
সহকারী সচিব (প্রশাসন-২)।

আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ০৪ শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৯ জুলাই, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **বিচার-৭/২-এন-৪৯/৮৩(অংশ)-২০০**।—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ নূর আলম, জন্ম তারিখ: ২৮-১১-১৯৯৫ খ্রিঃ, পিতা: মোঃ তাজুল ইসলাম, মাতা: নাহার ইসলাম, গ্রাম-শীলমুদ, ডাকঘর-বজরা, উপজেলা-সোনাইমুড়ী, জেলা-নোয়াখালী) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী উপজেলার ০৭ নং বজরা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিশেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ আষাঢ় ১৪২৯/০৭ জুলাই ২০২২

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.০৮.০২০.২০১২.২৭৬—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এঁর ধারা ৩১ (১) অনুযায়ী অধ্যাপক ফারুক-উজ-জামান চৌধুরী, পিএইচডি, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-কে হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো:

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময় এই নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতন ভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

(গ) তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ ফরহাদ হোসেন
উপসচিব।

সরকারি কলেজ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ আষাঢ়, ১৪২৯/৩০ জুন, ২০২২

নং **৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০১৮.২০২০.৩৫০**—যেহেতু, জনাব আফরিনা হাশেম (১৬৭২৮), প্রভাষক (প্রাণিবিজ্ঞান), সরকারি বাংলা কলেজ, ঢাকা গত ১৮-০৯-২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করননি। পরবর্তীতে বিধি অনুযায়ী তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলে তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নেটিশেরও জবাব প্রদান করনেনি।

যেহেতু, জনাব আফরিনা হাশেম-এর আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) বিধি অনুযায়ী গুরুদণ্ড আরোপপূর্বক একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)" করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন একমত পোষণ করে;

যেহেতু, মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব আফরিনা হাশেম-কে চাকরি হতে বরখাস্তকরণে সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, জনাব আফরিনা হাশেম (১৬৭২৮), প্রভাষক (প্রাণিবিজ্ঞান), সরকারি বাংলা কলেজ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) বিধি অনুযায়ী গুরুদণ্ড আরোপপূর্বক একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)" করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ: ১৯ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৩ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.১৫৭.১০(অংশ-১).২০৩—The state Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	গণেশপুর	৯৫	১৮৪৮	রংপুর সদর	রংপুর
২	পবিত্রঝাড়	৭৬	১১২৯	পীরগাছা	রংপুর
৩	দামুরসর	১৩৮	৬২০	পীরগাছা	রংপুর
৪	সরহাট্টা দূর্গাপুর	৫০	৬০৪	মিঠাপুকুর	রংপুর
৫	মিলনপুর	৬০	৯১৪	মিঠাপুকুর	রংপুর
৬	কিসমত হাড়রপাড়া	১১০	৫৭৭	মিঠাপুকুর	রংপুর
৭	রামেশ্বরপুর	১১৫	১১০৯	মিঠাপুকুর	রংপুর
৮	যাদবপুর	২৪৫	৯৭৫	মিঠাপুকুর	রংপুর
৯	সেরুডাঙ্গা	২৬০	৯১৪	মিঠাপুকুর	রংপুর
১০	দুগলাচরী লতিবপুর	২৬৭	৪৪০	মিঠাপুকুর	রংপুর
১১	ভগবতীপুর	২৮২	১০৮৫	মিঠাপুকুর	রংপুর
১২	শ্রীরামপুর	২৮৬	৯১৪	মিঠাপুকুর	রংপুর
১৩	বুজরুক সেরপুর	২৮৮	৭২২	মিঠাপুকুর	রংপুর
১৪	উত্তর বাহাগিলি	২০	৯৮৬	কিশোরগঞ্জ	নিলফামারী
১৫	গদা	৩২	৬৮০	কিশোরগঞ্জ	নিলফামারী
১৬	সোনাকুড়ী	৪০	১০১১	কিশোরগঞ্জ	নিলফামারী
১৭	গাবরোল	৬৫	২১৫০	জলঢাকা	নিলফামারী
১৮	কাজিরচক	৪৩	২৯৪	উলিপুর	কুড়িগ্রাম
১৯	কাশিয়াগাড়ী হরিপুর	৯০	৭৪৯	উলিপুর	কুড়িগ্রাম
২০	কলাকাটা	১১৮	৩৩৫	উলিপুর	কুড়িগ্রাম
২১	গুজিমারী	১২৫	৬৭০	উলিপুর	কুড়িগ্রাম
২২	উত্তর ঘগোয়া	১১০	৩৪৫১	গাইবান্ধা সদর	গাইবান্ধা
২৩	শান্তিরাম	৫৪	৩০১৫	সুন্দরগঞ্জ	গাইবান্ধা

তারিখ: ১৫ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৯ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০৪৯.১৯.১৯৭—The state Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	চিরিঞ্জা	২৩৮	৪৬২	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
২	ভাটিরটেক	২৪০	২১০৪	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
৩	নাওতলা	২৮৮	৩৯৯	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
৪	চর কৃষ্ণজয়	৬২	১৬২৫	সোনাগাজী	ফেনী

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০৬.১৭.১৯৬—The state Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	দক্ষিণ হরিরামপুর	১৬৩	১৯০	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর
০২	ছোট হাসিমপুর	৮১	২২৪	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
০৩	ধুরইল	১১৫	১৮২	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
০৪	চক সুদাম	২৯	২৭০	চিরিরবন্দর	দিনাজপুর
০৫	কমলাপুর	৮১	১৩৭	পার্বতীপুর	দিনাজপুর
০৬	সোহার	১১	১৩৭	হরিপুর	ঠাকুরগাঁও
০৭	বাহেরপাড়া	৪৯	২১৮	রাণীশংকৈল	ঠাকুরগাঁও
০৮	ধেনু চেংটী	৭৩	২৩০	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
০৯	পামুলী	৬০	২২৩	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
১০	বিনয়পুর	৬৪	১৯৬	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
১১	লতিঝারি	১২	৫৪৯	আটোয়ারী	পঞ্চগড়

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৮.১৫(অংশ-১).১৯৫—The state Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	চন্দ্রাইলের চর	৩৩	১১২০	গলাচিপা	পটুয়াখালী
০২	ডাকুয়া	৫৯	৪০৮	গলাচিপা	পটুয়াখালী
০৩	নীলগঞ্জ	০৫	১০৪৩	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
০৪	বাদুরতলী	০৭	২৪০০	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
০৫	বিনামকাটদিয়া	১৭	২৩৫	কলাপাড়া	পটুয়াখালী

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৮.১৫(অংশ-১).১৯৩—The state Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	পলাশ	৪৮	৫৪৭৪	পলাশ	নরসিংদী

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.১৬৩.১০(অংশ-১).১৯৪—The state Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	বেলতা সরই	১৬৮	১৬৫৫	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
২	বেরা ভুছনা	২৩৭	৮৬৯	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
৩	হুথা	৭৬	২২৯২	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
৪	সারটিয়া	২৫৩	২৯৪	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
৫	ফুলবাগচালা	১৭১	৪৩০	মধুপুর	টাঙ্গাইল
৬	বাঁশী	৯৪	১১৬৭	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
৭	দুর্গাপুর	৩০	২৬৯০	কালিহাতী	টাঙ্গাইল

তারিখ: ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৫ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০১৬৩.১০(অংশ-১)১৪৫—The state Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	হাসরা	২০৯	১৩৭৭	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
২	রাজাফৈর	২২২	১২১৩	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
৩	ডৌহাতলী	১৯৫	১৮৬০	মির্জাপুর	টাঙ্গাইল
৪	ব্রাহ্মণবাড়ী	১৬৬	১৩৫৮	মধুপুর	টাঙ্গাইল
৫	আড়ালিয়া	১৫৭	৯১৪	মধুপুর	টাঙ্গাইল
৬	জোর আমগাছা	১৭২	৪৬২	মধুপুর	টাঙ্গাইল
৭	বর্ণিচন্দবাড়ী	৬৭	৫৭২৭	মধুপুর	টাঙ্গাইল
৮	বানিয়াজান	৩২	২৪৮৮	মধুপুর	টাঙ্গাইল
৯	নরিল্যা রাধাকৃষ্ণপুর	১০৩	২০৯৩	মধুপুর	টাঙ্গাইল
১০	ঝাওয়াইল	৭৬	৫৯৩	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
১১	রায়ের মাগুল্লা	৬৮	১৮০৮	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
১২	শাখারিয়া	৯২	১৭৯০	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
১৩	দৌলতপুর	১২৪	১০৮৪	গোপালপুর	টাঙ্গাইল
১৪	দেওলা	২২৮	৭১৬	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
১৫	ভালুক কান্দি	২০৩	৪৯৭	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
১৬	বড় চওনা	২২	২৫৩৮	সখিপুর	টাঙ্গাইল
১৭	বোয়ালী	৪৮	৯৮৪	সখিপুর	টাঙ্গাইল

তারিখ: ২১ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৫ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০১৫.১৫.২১০—The Servey Act, 1875 (১৮৭৫ সনের ৫ম আইন) এর ৩ ধারা এবং The state Acquisition And Tenancy Act 1950 (১৯৫১ সনের ২৮ নম্বর আইন) এর ১৪৪ ধারার ১ নম্বর উপ-ধারায় বর্ণিত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার চর বেতাগী মৌজার ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ আরম্ভ করার প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করা হল:

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	এরিয়া (একর)	উপজেলার	জেলার
১	চর বেতাগী	২৩	১৪৬.৭২	বোয়ালখালী	চট্টগ্রাম

তারিখ: ০৩ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৮ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৮.১৫(অংশ-১)২১৬—The state Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	আষাড়িয়া দহ খাসমহল	৩০৫	৭৮১	গোদাগাড়ী	রাজশাহী

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০১৩.২১.২১৫—The state Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	পূর্বের গেজেট মুদ্রিত মৌজার নাম	সংশোধিত মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	অলিপুর	আলিপুর	১৫৬	৫৯৬	ঝিকরগাছা	যশোর
২	চন্দীপুর	চন্ডীপুর	১৩১	১১৪৩	শৈলকুপা	ঝিনাইদহ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০৪০.১২(অংশ-১).২১৭—The state Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	হায়বাতপুর	৯৩	১/১, ২, ৩২৪, ৩২৬ ও ৩২৯ = ০৫টি	শ্যামনগর	সাতক্ষীরা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের ১৪৩৯৬/২০১৬ নম্বর রিট মামলাটি নিষ্পত্তি হওয়ায়।

তারিখ: ০৪ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৯ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৬৩.১৯.২২০—The state Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	উখড়া	৪১	৪১১	ডুমুরিয়া	খুলনা
২	দশানী	১৫৩	৫৪২	বাগেরহাট সদর	বাগেরহাট

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০৪৯.১৯.২১৯—The state Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	চর উভতী	২১৮	১৮৪৩	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর	
২	শমসেরাবাদ	৪৮	৩১৪৫	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর	
৩	চর হাসন হোসেন	৪২	১৩৯৭	রামগতি	লক্ষ্মীপুর	
৪	বিরিঞ্চি	৬২	৪২৫৬	ফেনী সদর	ফেনী	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৫৮৩২/২০১৬ নম্বর রিট থাকায় রিট সংশ্লিষ্ট ২ নম্বর ডিপি খতিয়ানের আরএস ৯৮ নম্বর দাগ ব্যতীত।
৫	চর গণেশ	৮৩	২২৪৩	সোনাগাজী	ফেনী	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ১২৭৪৪/২০১৮ নম্বর রিট থাকায় রিট সংশ্লিষ্ট ২১৩১ নম্বর খতিয়ান ব্যতীত।
৬	কাদিরপুর	৩২৯	২৫৩৭	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

চিত্রা শিকারী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

আদেশ

তারিখ : ২৭ বৈশাখ ১৪২৯/১০ মে ২০২২

নং **৪২.০০.০০০০.০৩১.০১৫.০০৫.১৯-৮৯**—আদিষ্ট হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৩-১০-২০১১ তারিখের স্মারক নং-০৫.১৫৭.০২৮.০৩.০১.০১৯.২০০৬(অংশ-১)-২২৭, অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগের ০৩-১১-২০১৪ তারিখের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১২৮.৪২.০১৪.১১-১৩০; অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের ০২-০৭-২০১৯ তারিখের স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৬৪.৪২.০০২.১২(অংশ-৩)-৭৩ এবং প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২০২০ সালের ১৩ম সভার সিদ্ধান্ত (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৮-১০-২০২০ তারিখের স্মারক নং ০৪.০০.০০০০.৭১১.০৬.০১৩.২০.২৬৯) এর নির্দেশনা মোতাবেক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জন্য অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃষ্ট নিম্নবর্ণিত ৯ ক্যাটাগরির ১,২১৬ (এক হাজার দুইশত ষোল) টি পদের বেতনগ্রেড পুন: নির্ধারণে সম্মতি জ্ঞাপন করছি :

ক্রমিক	পদের নাম ও পদসংখ্যা	ইতোপূর্বে বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারণকৃত বেতন গ্রেড (জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী)	বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক পুন:নির্ধারণকৃত বেতন গ্রেড (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী)	শর্ত/ভিত্তি
১	২	৩	৪	৫
১	চীফ মেডিক্যাল অফিসার ০১টি	টাঃ ৩৫৫০০—৬৭০১০ (গ্রেড-৬)	টাঃ ৪৩০০০—৬৯৮৫০ (গ্রেড-৫)	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর তফসিলের ক্রমিক-৫৪ অনুযায়ী মেডিকেল অফিসার পদে অন্যূন ১২ (বার) বৎসরের চাকরি। **প্রেষণে:** বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের সমগ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা।
২	সহকারী প্রধান, মৎস্য ০১টি	টাঃ ২২০০০-৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	টাঃ ৩৫৫০০-৬৭০১০ (গ্রেড-৬)	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর তফসিলের ক্রমিক-৩০ অনুযায়ী গবেষণা কর্মকর্তা (মৎস্য) পদে অন্যূন ০৭ (সাত) বৎসরের চাকরি।
৩	সহকারী প্রধান, সমাজ বিজ্ঞান ০৪টি	টাঃ ২২০০০—৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	টাঃ ৩৫৫০০—৬৭০১০ (গ্রেড-৬)	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর তফসিলের ক্রমিক-৩১ অনুযায়ী গবেষণা কর্মকর্তা (সমাজ বিজ্ঞান) পদে অন্যূন ০৭ (সাত) বৎসরের চাকরি।
৪	সহকারী প্রধান, কৃষি ০৪টি	টাঃ ২২০০০—৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	টাঃ ৩৫৫০০—৬৭০১০ (গ্রেড-৬)	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর তফসিলের ক্রমিক-২৮ অনুযায়ী গবেষণা কর্মকর্তা (কৃষি) পদে অন্যূন ০৭ (সাত) বৎসরের চাকরি।
৫	সহকারী প্রধান, পরিবেশ ও বন ০৩টি	টাঃ ২২০০০—৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	টাঃ ৩৫৫০০—৬৭০১০ (গ্রেড-৬)	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর তফসিলের ক্রমিক-৩২ অনুযায়ী গবেষণা কর্মকর্তা (পরিবেশ ও বন) পদে অন্যূন ০৭ (সাত) বৎসরের চাকরি।
৬	সহকারী প্রধান, অর্থনীতি ০৬টি	টাঃ ২২০০০—৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	টাঃ ৩৫৫০০—৬৭০১০ (গ্রেড-৬)	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে:** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর তফসিলের ক্রমিক-৪৯ অনুযায়ী গবেষণা কর্মকর্তা (অর্থনীতি) পদে অন্যূন ০৭ (সাত) বৎসরের চাকরি।

১	২	৩	৪	৫
৭	সহকারী প্রধান, মৃত্তিকা ০৩টি	টাঃ ২২০০০—৫৩০৬০ (গ্রেড-৯)	টাঃ ৩৫৫০০—৬৭০১০ (গ্রেড-৬)	**পদোন্নতির ক্ষেত্রেঃ** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর তফসিলের ক্রমিক-২৯ অনুযায়ী গবেষণা কর্মকর্তা (মৃত্তিকা) পদে অন্যূন ০৭ (সাত) বৎসরের চাকরি।
৮	ওয়ার্ক এসিস্ট্যান্ট ১১৯১টি	টাঃ ৯০০০—২১৮০০ (গ্রেড-১৭)	টাঃ ৯৩০০—২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর তফসিলের ক্রমিক-১২৯ অনুযায়ী: **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** **(ক)** কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) নির্মাণ কাজে ১ (এক) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
৯	লাইব্রেরী সহকারী ০৩টি	টাঃ ৯৩০০—২২৪৯০ (গ্রেড-১৬)	টাঃ ৯৭০০—২৩৪৯০ (গ্রেড-১৫)	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর তফসিলের ক্রমিক-১১৪ অনুযায়ী: **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রেঃ** **(ক)** কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হতে লাইব্রেরী সায়েন্সে ডিপ্লোমা; (খ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন ৩ (তিন) বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা; এবং (গ) এমএস ওয়ার্ড ও এক্সেলসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা।
মোট পদসংখ্যা = ১২১৬টি				

২। **শর্তাবলিঃ**

(ক) উপরের ছকের ৪নং কলামের পুন:নির্ধারণকৃত বেতনগ্রেড ৫নং কলামের শর্তানুযায়ী কার্যকর হবে;

(খ) এতদ্‌সংক্রান্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৩-১০-২০১১ তারিখের স্মারক নং-০৫.১৫৭.০২৮.০৩.০১.০১৯.২০০৬(অংশ-১)-২২৭ ও অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অধিশাখার ০৩-১১-২০১৪ তারিখে স্মারক নং ০৭.০০.০০০০.১২৮.৪২. ০১৪.১১.১৩০ এ প্রদত্ত শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে;

(গ) বেতনগ্রেড পুন:নির্ধারণকৃত পদের মঞ্জুরী আদেশ (জিও) অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক পৃষ্ঠাংকন করতে হবে; এবং

(ঘ) এ বিষয়ে বিদ্যমান বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৩। এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে নির্বাহ করা হবে।

৪। বর্ণিত পদগুলো রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় সম্মতিসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়েছে। এ আদেশ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ তারিখের মপবি/ক:বি:শা/কপগ-১১/২০০১-১১১ সংখ্যক সরকারি আদেশ অনুযায়ী জারি করা হলো।

মিতু মরিয়ম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
সংস্থা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ আষাঢ় ১৪২৯/০৭ জুলাই ২০২২

নং **৫৬.০০.০০০০.০৫৪.২৭.০০৬.২১-৪৬**—যেহেতু জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, সহকারী প্রোগ্রামার (চাকুরি হতে অপসারণকৃত) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, কালীগঞ্জ, গাজীপুর-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা যথাযথ বিধি অনুযায়ী সম্পন্ন করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের গত ১৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখের ৫৬.০০.০০০০.০১৯.৩৮.০২৬.১৬-১৮৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫-এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্থ করে একই বিধিমালার ৪(৩) (সি) বিধি মোতাবেক "চাকরি হতে অপসারণ" করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-৩, ঢাকায় এ,টি মামলা নং-১৬১/২০১৮ (নতুন), ৭০/২০১৮ (পুরাতন) দায়ের করলে মাননীয় আদালত উভয় পক্ষের শুনানিঅন্তে দো-তরফা সূত্রে গত ২৫-০৩-২০১৯ তারিখে জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম-কে চাকরিতে পুনর্বহাল করতঃ বিধি মোতাবেক বকেয়া বেতন ভাতাদি ও আর্থিক সুবিধাসহ সার্ভিস বেনিফিটস প্রদানের জন্য রায় প্রদান করেন;

যেহেতু, উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে এ,এ,টি মামলা নং-২৬১/২০১৯, সিপিএলএ-১৫৮১/২০২০ এবং সিআরপি-২৭৫/২০২১ মামলাসমূহ দায়ের করা হলে সকল মামলা আদালত কর্তৃক ডিসমিস করা হয় এবং সকল মামলায় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-৩, ঢাকা কর্তৃক (এ,টি মামলা নং-১৬১/২০১৮ (নতুন), ৭০/২০১৮ (পুরাতন) প্রদত্ত রায় বহাল থাকে এবং যেহেতু জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বিধি মোতাবেক বকেয়া বেতন ভাতাদি ও আর্থিক সুবিধাসহ সার্ভিস বেনিফিটস প্রদানসহ চাকরিতে স্বপদে পুনর্বহালের জন্য সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বরাবর আবেদন করেছেন;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, সহকারী প্রোগ্রামার (চাকুরি হতে অপসারণকৃত) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, কালীগঞ্জ, গাজীপুর-এর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের গত ১৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখের ৫৬.০০.০০০০.০১৯.৩৮.০২৬.১৬-১৮৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনটি বাতিল করে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক তাঁকে চাকুরিতে স্বপদে (সহকারী প্রোগ্রামার) পুনর্বহাল করা হলো।

বর্ণিত কর্মকর্তা বিধি মোতাবেক বকেয়া বেতন ভাতাদি ও আর্থিক সুবিধাসহ সার্ভিস বেনিফিটস পাবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ
সিনিয়র সচিব।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বেতার-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ আষাঢ় ১৪২৯/০৪ জুলাই ২০২২

নং **১৫.০০.০০০০.০২১.২৭.০০৩.২২.২৩৯**—যেহেতু, জনাব প্রবাল কান্তি দাশ, সাবেক স্টেশন প্রকৌশলী, কারিগরী কার্য, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা, বর্তমানে আবাসিক প্রকৌশলী, উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকায় কর্মরত আছেন;

যেহেতু, দুর্নীতি দমন কমিশনের পত্রের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে স্থাবর সম্পদ ক্রয়ের দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে ০৩/২০২২ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজুকরতঃ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ১১-০৪-২০২২ তারিখের ১৫.০০.০০০০.২১.২৭.০০৩.২২.১২৬ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে তাঁকে পত্র প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে লিখিত জবাবসহ কারণ দর্শাতে এবং ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন কি-না তা জানানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়;

যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চেয়ে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে ০৭-০৬-২০২২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং শুনানিকালে তিনি সকল অভিযোগ স্বীকার করে নি:শর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব, শুনানি, লিখিত ও মৌখিক সাক্ষ্য, প্রসিকিউশন শুনানি এবং তথ্য-প্রমাণ ও প্রাসংগিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত উল্লিখিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সে কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো;

সেহেতু, কারিগরী কার্য, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার সাবেক স্টেশন প্রকৌশলী, বর্তমানে উচ্চশক্তি প্রেরণ করে কেন্দ্র-১, বাংলাদেশ বেতার, সাভার, ঢাকার আবাসিক প্রকৌশলী, জনাব প্রবাল কান্তি দাশ-কে সরকারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(২) (ক) বিধিমতে তাকে 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ মকবুল হোসেন
সচিব।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ও গণযোগাযোগ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ আষাঢ় ১৪২৯/২৮ জুন ২০২২

নং **১৫.০০.০০০০.০২৫.২৭.০০৪.২১.১৮০**—যেহেতু, জনাব মোঃ শাহাজাহান আলী, তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, কুড়িগ্রাম-এ কর্মরত আছেন। একই অফিসের এপিএই অপারেটর জনাব মিলন সরকারের (অবসরপ্রাপ্ত) অনুকূলে বকেয়া বেতনভাতা বাবদ ২৩,৫৯,৫৮৭/৯৮ টাকা (তেইশ লক্ষ ঊনষাট হাজার পাঁচশত সাতাশি টাকা আটানব্বই পয়সা) এর বিলটি আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা (ডিডিও) হিসেবে তিনি অনুমোদন করেন;

যেহেতু, তিনি আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে জনাব মিলন সরকারের ২২-০৬-২০০৮ তারিখ হতে যোগদানের তারিখ পর্যন্ত বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটিকালকে নিয়মিত কর্মকাল দেখিয়ে বিধি বর্হিভূতভাবে বিলটি অনুমোদনপূর্বক স্বাক্ষর করায় জনাব মিলন সরকারকে প্রাপ্যতার চেয়ে অতিরিক্ত ১৪,৫৫,৭৯৮/- (চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার সাতশত আটানব্বই) টাকা প্রদান করা হয়;

যেহেতু, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত তদন্ত ও পুনঃতদন্তে বিধি বহির্ভূতভাবে বিল অনুমোদনের ফলে অতিরিক্ত ১৪,৫৫,৭৯৮/- (চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার সাতশত আটানব্বই) টাকার সরকারি তহবিল তছরুপের ঘটনায় তার সম্পৃক্ততার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তার এ কর্মকাণ্ডে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে এবং প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধিমতে অসদাচরণের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ০৪/২০২১ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগবিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং একই বিধিমালার বিধি-৪ মোতাবেক কেন তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না এ বিষয়ে পত্র প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে লিখিত জবাবসহ কারণ দর্শানো এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়;

যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চেয়ে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেন। লিখিত জবাবে নিজের ভুল স্বীকার করেন এবং আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা ও ভবিষ্যতে সরকারি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অধিকতর সচেতন থাকবেন মর্মে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি চান;

যেহেতু, গত ১৩-০৪-২০২২ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। সরকার পক্ষে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। শুনানিতে তার বক্তব্য/জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধিমতে তিনি 'অসদাচরণ' এর দায়ে দোষী সাব্যস্থ হন বিধায় দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, কুড়িগ্রাম জেলা তথ্য অফিসের তথ্য অফিসার, জনাব মোঃ শাহাজাহান আলী এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৪/২০২১ নং বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি, প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন এবং আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪ নং বিধির (২) উপ-বিধি (১) (খ) মোতাবেক আগামী ০২ (দুই) বছরের জন্য তার বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ মকবুল হোসেন পিএএ
সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অধিশাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ আষাঢ় ১৪২৯/৩০ জুন ২০২২

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০১০.১৮-১৯৭**—যেহেতু, জনাব মীর মোঃ তামিম, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় "Masters Program in Civil Engineering" কোর্সে অংশগ্রহণের নিমিত্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষ ০১-০৮-২০১৫ হতে ৩১-০৭-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) বছরের শিক্ষা ছুটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। মঞ্জুরকৃত শিক্ষা ছুটির মেয়াদ শেষ হওয়ার ০৫ মাস ০১ দিন পর ০৩-০১-২০১৮ তারিখ কর্মস্থলে যোগদান করেন এবং যোগদানের পর কর্মস্থলে উপস্থিত না হয়ে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে ০৯/২০১৮ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

২। যেহেতু, আপনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল না করায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমান হাবিব'কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। অত:পর, বিভাগীয় মামলার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে আপনাকে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু, আপনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব দাখিল করেননি। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কনসালটেশন রেগুলেশন, ১৯৭৯ এর প্রবিধান ৬ অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশনকে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে কমিশন একমত পোষণ করে;

৩। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী জনাব মীর মোঃ তামিম'কে "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মীর মোঃ তামিম'কে "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন;

৪। সেহেতু, জনাব মীর মোঃ তামিম, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা'কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর প্রমাণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ" করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

প্রশাসন অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৫ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৫.০১৫.০০১.০২.০০.০০৩.০৮-৫০৭**—The Abandoned Buildings (Supplementary Provision) Ordinance, 1985 এর ৯ নম্বর ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গঠিত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ১ম কোর্ট অব সেটেলমেন্ট ও ২য় কোর্ট অব সেটেলমেন্টের মেয়াদ সরকার ০১ জুন ২০২২ তারিখ হতে ৩১ মে ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করলেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

অভিজিৎ রায়
উপসচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৬ শাখা

আদেশ

তারিখ : ১৪ আষাঢ় ১৪২৯/২৮ জুন ২০২২

বিষয়: **ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)-এর ০৫টি পদের পদনাম পরিবর্তনের সরকারি আদেশ (জি.ও) সংক্রান্ত।**

সূত্র: ০১. **জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর-০৫.০০.০০০০. ১৬০.১৫.০০২.২০-১৬০ তারিখ: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১;**

০২. **অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর০৭.০০.০০০০. ১২৯.১৫.০১৮.১২(অংশ-১)-১৬৮ তারিখ: ০৫ ডিসেম্বার ২০২১**

নং **২৬.২৬.০০.০০০০.০৯১.৬০.০০১.১৪-৯৪**—উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রদ্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)-এর কর্মকর্তাদের নিম্নোক্ত ছক ও শর্ত মোতাবেক পদবি পরিবর্তনের সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছে:

ক্রঃ নং	বিদ্যমান পদের নাম	সুপারিশকৃত পদের নাম	বেতন স্কেল ও গ্রেড
১.	সহকারী কার্যনির্বাহী	সহকারী পরিচালক	২২,০০০-৫৩,০৬০/- (৯ম গ্রেড)
২.	উপ-ঊর্ধ্বতন কার্যনির্বাহী	উপ-পরিচালক	৩৫,৫০০-৬৭,০১০/- (৬ষ্ঠ গ্রেড)
৩.	ঊর্ধ্বতন কার্যনিবাহী	যুগ্ম পরিচালক	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/- (৫ম গ্রেড)
৪.	প্রধান কর্মকর্তা	অতিরিক্ত পরিচালক	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০/- (৩য় গ্রেড)
৫.	সচিব	অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০/- (৩য় গ্রেড)

শর্তসমূহ:

(ক) পদমান পরিবর্তনের বেতন স্কেল/ গ্রেডের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।

(খ) সংশোধিত পদনাম অন্তর্ভুক্ত করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন/ বিধিমালা/প্রবিধানমালা/কোড/আদেশ/নির্দেশনা/সাংগঠনিক কাঠামো প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন করতে হবে;

(গ) পদনাম পরিবর্তনে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর সাংগঠনিক কাঠামোতে পদ সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না;

(ঘ) এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৫-২০০৩ খ্রিঃ তারিখে মপবি/কঃবিঃশাঃ/কপগ-১১/২০০১-১১১ নং স্মারকের বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে; এবং

(ঙ) এতদ্‌সংক্রান্ত প্রযোজ্য অন্যান্য সকল বিধি-আনুষ্ঠানিকতা অবশ্যই পালন করতে হবে।

২। উপরোক্ত পদবি পরিবর্তনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৫.০০.০০০০.১৬০.১৫.০০২.২০.১৬০; তারিখ: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১, (২) অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অধিশাখা-৪ এর স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১২৯.১৫.০১৮.১২(অংশ-১)-১৬৮; তারিখ: ০৫-১২-২০২১ খ্রিঃ (৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের, প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১ অধিশাখার ৩১ মে ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২০২১-২২ অর্থবছরের ১৪ তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

মোঃ শহিদ উল্লাহ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ শ্রাবণ. ১৪২৯/২০ জুলাই, ২০২২

নং **২৮.০০.০০০০.০২২.৮৪.০০১.১৯-১৭১**—যেহেতু, আপনি জনাব মেহেদী হাসান, উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি) হাইড্রোকার্বন ইউনিট মহাপরিচালকের স্বাক্ষর জালিয়াতি করে আপনার কর্মস্থল হাইড্রোকার্বন ইউনিটের পরিচালক-এর ১(এক)টি শূন্য পদে পদোন্নতি প্রদানের লক্ষ্যে দুটি পত্র জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ এর অভিযোগে রজুকৃত ০১/২০২১ নম্বর বিভাগীয় মামলা এ বিভাগের ২১-১০-২০২১ তারিখে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারির মাধ্যমে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মেহেদী হাসান, উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি) ০৩-১১-২০২১ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনার প্রেক্ষিতে ০১-১২-২০২১ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং শুনানিতে প্রদত্ত তার মৌখিক বক্তব্য ও লিখিত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ১৭-০৪-২০২২ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মেহেদী হাসান, উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত অসদাচরণ এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক প্রস্তাবিত দণ্ড কেন আরোপ করা হবে না সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল)

বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(৯) মোতাবেক এ বিভাগের ০৬-০৬-২০২২ তারিখ এ বিষয়ে ২য় কারণ দর্শানোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মেহেদী হাসান, উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি) ২১-০৬-২০২২ তারিখে লিখিতভাবে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করলে দাখিলকৃত জবাব ও তদন্ত প্রতিবেদনসহ অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(খ) অনুসারে ০২(দুই) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা নামীয় লঘুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মেহেদী হাসান, উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও পিএসসি) এর বিরুদ্ধে রজুকৃত বিভাগীয় মামলায় অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(খ) বিধি অনুসারে ০২(দুই) বছরের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা নামীয় লঘুদন্ড প্রদান করা হলো। দন্ডের মেয়াদকালে তিনি ২০২৩-২০২৪ এবং ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে একই বেতনস্কেলে অর্থাৎ জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর গ্রেড-৬ (টাকা ৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-) এর ৪৯,৯৮০/- টাকার ধাপে বেতন প্রাপ্য হবেন। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুব হোসেন
সিনিয়র সচিব।

খাদ্য মন্ত্রণালয়
সংস্থা প্রশাসন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৮ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১৩.০০.০০০০.০২২.২৭.০০১.২২-৯৫**—যেহেতু, জনাব কাজী সাইফুদ্দিন, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ফরিদপুর প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নীলফামারী হিসেবে কর্মকালীন সময়ে ২৩-০৩-২০২০ তারিখে ডিমলা খাদ্য গুদাম পরিদর্শনে গিয়ে গুদামে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন অনিয়ম লক্ষ্য করেন এবং মজুত রেকর্ড ও বাস্তব মজুতে গরমিল পরিলীক্ষত হওয়ায় ২ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক কমিটিকে ৩০-০৩-২০২০ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। কিন্তু কমিটি যথাসময়ে রিপোর্ট প্রদান না করা সত্ত্বেও তিনি কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ০১-০৬-২০২০ তারিখে কমিটি পুনর্গঠন করেন। দীর্ঘ সময়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ২১৩.৮২১ মে.টন খাদ্য ঘাটতি সংঘঠিত হয়। এছাড়া তিনি বিধি বহির্ভূতভাবে ধান ছাঁটায়ের জন্য কতিপয় মিলার বরাবরে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ছাঁটাই আদেশ জারি করেন। ফলে সংশ্লিষ্ট মিলারগণ গুদাম থেকে গৃহীত ধান ছাঁটাই না করে ফলিত চাল সরবরাহ করে ভুঁয়া মিলিং বিল উত্তোলন করে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। অভিযুক্ত জনাব কাজী সাইফুদ্দিন নিজ স্বার্থ চরিতার্থে আর্থিক লাভের জন্য এরূপ নিয়ম বহির্ভূত কাজ করেছেন। তাঁর উক্তরূপ কার্যক্রম সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও (ঘ) মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির আওতায় শাস্তিযোগ্য বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিধিমালার ৭(১)(খ) এর বিধান অনুসারে বর্ণিত অপরাধে কেন তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার লিখিত জবাব অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।

তৎপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব কাজী সাইফুদ্দিন লিখিতভাবে জবাব দাখিল করেন। লিখিত বক্তব্যে তিনি নীলফামারী জেলার ডিমলা এলএসডিতে সংঘটিত অপরাধের সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই মর্মে বক্তব্য পেশ করেন। তিনি এলএসডিতে সংঘটিত খাদ্যশস্য ঘাটতির অপরাধে এলএসডির তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হিমাংশু কুমার রায় তদন্ত কমিটির নিকট যাবতীয় দায় স্বীকার করায় প্রকৃত অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ তাঁকে অব্যাহতি প্রদানের প্রার্থনা করেন। এছাড়া গুদামের কার্যক্রম তদারকিতে তাঁর কোনো অবহেলা ছিল না বলে উল্লেখ করে তাঁর অজ্ঞাতসারে কোনো ভুল হয়ে থাকলে সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

০২। ০৭-১২-২০২১ তারিখে উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণ করা হয় পরবর্তীতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ও সরকার পক্ষের প্রতিনিধির বক্তব্য, খাদ্য বিভাগ কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনসহ আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭ বিধি মোতাবেক তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব হাবিবুর রহমান হোছাইনীকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি ০৬-০৬-২০২২ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে।

তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব হাবিবুর রহমান হোছাইনী, যুগ্মসচিব কর্তৃক ০৬-০৬-২০২২ তারিখে ৬৮ নম্বর স্মারকে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হলো। প্রতিবেদনে তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত নিম্নরূপ:

(১) হিমলা এলএসডিতে সংঘটিত ২১৩.৮২১ মে. টন খাদ্যশস্য ঘাটতির বিষয়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তা প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু কোভিড-১৯ জনিত কঠোর লকডাউন পরিস্থিতির কারণে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয়নি। সে বিবেচনায় তাঁকে দায়িত্বে অবহেলায় দায়ী করা সমীচীন নয়।

(২) অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কতিপয় মিলারের অনুকূলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ধান ছাঁটাইয়ের আদেশ জারির অভিযোগটি প্রমাণিত হয়েছে। তবে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ বেগবান করার স্বার্থে গুদামে খালি জায়গা সৃষ্টির প্রয়োজনে স্থান সংকুলানের বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তাগিদে এবং সরল বিশ্বাসে তিনি কাজটি করেছেন বলে তার দাবী বিবেচনা করার অবকাশ আছে।

(৩) স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ধান ছাঁটাইয়ের আদেশ জারির মাধ্যমে মিলারগণ কর্তৃক সরকারি গুদাম হতে গৃহীত ধান ছাঁটাই না করে ফলিত চাল সরবরাহ করে ভূয়া মিলিং বিল উত্তোলন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট খাদ্য পরিদর্শক কর্তৃক দায় শোধ বিবরণী/প্রত্যয়নপত্র পেয়েই তিনি বিল পরিশোধ করলেও এই পত্যয়নপত্র সঠিক ছিল না। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক হিসেবে অভিযুক্তের উপরও এর দায়ভার বর্তায়। তবে তিনি দাবী করেন অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ কার্যক্রমকে বেগবান করার নিমিত্ত গুদামে স্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এ কাজটি তিনি করেছেন।

বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ও আনুসঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব কাজী সাইফুদ্দিন, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নীলফামারী হিসেবে দায়িত্ব সম্পাদনকালে ২৩-০৩-২০২০ তারিখ ডিমলা এলএসডি পরিদর্শনকরতঃ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়ন ও দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের জন্য নিজেই তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু Covid-19 মহামারিজনিত কঠোর লকডাউনের কারণে এবং ১ জন সদস্যের বদলীজনিত কারণে কমিটি পুনর্গঠিত হওয়ায় তদন্ত কর্মকর্তাগণ বিলম্বে প্রতিবেন দাখিল করেন যা ০৮-০৬-২০২০ তারিখে অভিযুক্ত প্রাপ্ত হওয়ার পর গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি চলমান মহামারির মধ্যে খাদ্য শস্য সংগ্রহ বেগবান করার স্বার্থে গুদামে স্থান সংকুলানের নিমিত্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দ্রুততম সময়ে ধান ছাঁটায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন মিলার বরাবরে ঘনঘন বরাদ্ধ আদেশ প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে দেখা গেছে হাস্কিং মিলে ধান ছাঁটাইয়ে কমপক্ষে ৭-৮ দিন সময় প্রয়োজন হলেও মাত্র ২-৩ দিনের ব্যবধানেই ধান উত্তোলন ও চাল জমা গ্রহণ করা

হয়েছে যাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতপক্ষে বরাদ্দকৃত ধান ছাঁটাই না করেই গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কারিগরী খাদ্য পরিদর্শক, সংশ্লিষ্ট মিলার সকলের যোগসাজসেই মিলে পূর্বে প্রস্তুতকৃত ফলিত চাল গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য পরিদর্শকের প্রত্যয়নপত্র ও নীতিমালা মোতাবেক দায়শোধ বিবরণী প্রাপ্তির পরই অভিযুক্ত প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নীলফামারী জনাব কাজী সাইফুদ্দিন কর্তৃক মিলিং বিল পরিশোধ করা হয়েছে মর্মে অভিযুক্ত কর্তৃক দাবী করা হলেও প্রকৃতপক্ষে মিলারগণ কর্তৃক গুদাম থেকে গৃহীত ধান ছাঁটাই না করেই পূর্বে প্রস্তুতকৃত চাল সরবরাহ করা হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। এছাড়া কতিপয় ক্ষেত্রে সেটি যে করা হয়েছে তা মিলারগণও খাদ্য বিভাগীয় তদন্ত কমিটির নিকট স্বীকার করেছেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা যদিও দাবী করেছেন যে, বিল পরিশোধে কোনো অনিয়ম হয়নি তথাপিও যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বরাদ্দকৃত ধান সংশ্লিষ্ট মিলে না ভাংগিয়ে পূর্বে প্রস্তুতকৃত চাল ও অন্যান্য অটো রাইস মিল থেকে চাল সংগ্রহ করে মিলারগণ কর্তৃক ফলিত চাল হিসেবে সরবরাহ করা হয়েছে যা অনিয়ম হিসেবে গণ্য। এছাড়া খাদ্য অধিদপ্তরের গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে ধান ছাঁটাই প্রাপ্তি ফরম (MRF) এবং ছাঁটাই প্রেরণ ফরম (MDF) যথাযথভাবে সংরক্ষিত না থাকায় মিলার বরাবরে ধান প্রেরণ এবং গুদামে সঠিক পরিমাণে চাল প্রাপ্তি বিষয়েও অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে পরবর্তীতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্য শস্যের ঘাটতি উদঘাটিত হয়েছে এবং গুদামের ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট হয়েছে। যদিও ঘাটতির বিষয়ে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব কাজী সাইফুদ্দিন-কে দায়ী করে ফৌজদারী মামলা রুজু হয়েছে। তথাপিও অভিযুক্ত জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জনাব কাজী সাইফুদ্দিনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণের তদারকী ঘাটতির কারণেই তা সংঘটিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় যা কর্তব্যে অবহেলা ও অসদাচরণ হিসেবে গণ্য। তবে বিধি ৩ এর (ঘ) মোতাবেক দুর্নীতিপরায়ণতার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি বিধায় তাকে উক্ত অপরাধের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এমতাবস্থায়, যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ডিমলা খাদ্য গুদামের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় তদারকি ঘাটতির কারণেই গুদামের খাদ্য শস্য সংরক্ষণে বিশৃঙ্খলা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হিমাংশু কুমার রায় কর্তৃক ২১৩.৮২১ মে. টন খাদ্য শস্যের ঘাটতি সংঘটিত করা সম্ভব হয়েছে এবং অবাস্তবসম্মত সময়ের ব্যবধানে মিলারগণ বরাবরে ধান ছাঁটাইয়ের জন্য বরাদ্দ প্রদান ও মিলিং বিল পরিশোধ করে সংশ্লিষ্টদেরকে দুর্নীতি করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। সেহেতু জনাব কাজী সাইফুদ্দিন, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ফরিদপুর, প্রাক্তন খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নীলফামারীকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) এর আওতায় অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। কোভিড-১৯ মহামারীকালে সরকার আরোপিত কঠোর লকডাউন ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে গুদামে স্থান সংকুলান করার স্বার্থে সম্পাদিত কর্মকান্ড বিবেচনায় জনাব কাজী সাইফুদ্দিন, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ফরিদপুর প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নীলফামারী-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর উপবিধি ৪(২)(ক) মোতাবেক তিরস্কার দন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশে অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম
সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৮ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০৩২.২১-৩০২**—যেহেতু, জনাব মোঃ ইফতেখার হোসেন ভূঁইয়া, বিভাগীয় উপপরিচালক (ছুটি ভোগরত), প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে নীতিমালার তোয়াক্কা না করে অর্থের বিনিময়ে বদলি বাণিজ্য; বিভাগীয় মামলার ভয় দেখিয়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেয়া ও হয়রানির অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং একইসাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়; এবং

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষণ না করায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal From Service)" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলে তিনি উক্ত নোটিশের জবাব দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তার জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাকে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal From Service)" গুরুদন্ড প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হলে এ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের সাথে কমিশন একমত পোষণ করে;

সেহেতু, জনাব মোঃ ইফতেখার হোসেন ভূঁইয়া, বিভাগীয় উপপরিচালক (ছুটি ভোগরত), প্রাথমিক শিক্ষা, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত বিধিমালার বিধি ৩ (খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতির" অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাকে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal From Service)" গুরুদন্ড প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আমিনুল ইসালাম খান
সিনিয়র সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পার-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/১৫ মার্চ ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৯.০০.০০০০.১১০.৯৯.০২৪.২০-২৮৪**—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৯-১২-২০২১ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নম্বর: ০৫.০০.০০০০.১৫৯.৩১.০৫৪.২১-৩৩২ এবং অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৮-০২-২০২২ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-০৭.১৫৬.০১৫.৪৫.০২.০৯.২০০১-২৪৭ এর পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন 'পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' (FWVTI), আজিমপুর, ঢাকার নাম পরিবর্তনপূর্বক 'পরিবার কল্যাণ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (FWTI),' ঢাকা বা 'Family Welfare Trainging Institute (FWTI), Dhaka' হিসেবে নামকরণ করা হ'ল।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৬ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৬১.১৯-৩৬১**—যেহেতু ডা. মোঃ সিরাজুল ইসলাম (৩৯৮২৩) সহকারী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (বর্তমানে পিআরএল ভোগরত) এর বিরুদ্ধে জামালপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে গত ১২-০৪-২০১৯ খিঃ তারিখে জামালপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক শফিক জামান লেবুকে প্রদত্ত চিকিৎসায় গাফিলতি ও দায়িত্বহীনতার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০৯-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ১৯০ নম্বর স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণের পর অভিযোগ তদন্ত করার জন্য উপরোল্লিখিত বিধিমালার ৭(২)(ঘ) বিধি অনুসারে তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়;

যেহেতু কমিটি সরেজমিন তদন্তের পর এ বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছে;

যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

সেহেতু, ডাঃ মোঃ সিরাজুল ইসলামকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল এবং এ সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল;

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০০৯.২০২১-৩৫৮**—যেহেতু ডা. ফারহানা ইয়াসমিন (১৪২৯০০) সহকারী সার্জন, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (সংযুক্ত: ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ) গত ১২-০৫-২০২০ থেকে ৩০-১২-২০২০ তারিখ পর্যন্ত চাকরিতে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত ছিলেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১১-০১-২০২১ খ্রিঃ তারিখে ৯৯ নম্বর স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩ (গ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে বিভাগীয় মামলা (নং-২৬/২০২১) রুজু করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ১৭-০৫-২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, ডা. ফারহানা ইয়াসমিনকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(খ) মোতাবেক তাকে ০১ (এক)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ০১ (এক) বছরের জন্য স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর কোনো বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না। অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ভবিষ্যতে অধিকতর গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দিয়ে এ সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১০১.২০২০-৩৫৭**—যেহেতু ডা. সাজ্জাত হোসেন (১২৪১৯৬), রেজিস্ট্রার, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, ঢাকা সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত আগস্ট, ২০১৮ সালের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষায় শুধু ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ হয়েও জালিয়াতির মাধ্যমে এ সংক্রান্ত গেজেট পরিবর্তন করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রে পাশ করেছেন মর্মে তথ্য প্রতিস্থাপন করেন এবং উক্ত মিথ্যা তথ্য দিয়ে জুনিয়র কনসালটেন্ট পদে পদোন্নতির জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে আবেদন করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৮-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ৩৮০ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা (নং-৭২/২০২০) রুজু করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু ০৫-০৬-২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. সাজ্জাদ হোসেন-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ নবম গ্রেড (২২,০০০—৫৩,০৬০/-) স্কেলের বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৩৭,৬৮০/- টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নধাপে ২২,০০০/- টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণসূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ২২,০০০—৫৩,০৬০/- টাকার স্কেলে (নবম গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। ভবিষ্যতে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ চলমান বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ০৫ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৯৯.২০১৯-৩৫৬**—যেহেতু ডা. রোকসানা পারভীন (১২২৮৬৮), সহকারী অধ্যাপক, বায়োকেমিস্ট্রি, কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজ, মানিকগঞ্জ ২৭-০৩-২০১৯ খ্রি. তারিখে পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজে যোগদানের প্রথম অবস্থায় সপ্তাহে ২/১ দিন কর্মস্থলে উপস্থিত থাকলেও গত ১৮-০৬-২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে অসুস্থতার অজুহাতে দীর্ঘদিন যাবৎ অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৫-১০-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ৫৫০ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ১৭-০৫-২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. রোকসানা পারভীনকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(খ) মোতাবেক তাকে ০৩ (তিন)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছরের জন্য ক্রমপুঞ্জীভূতহারে স্থগিত (Withholding of 3 increments for 3 Years cumulatively) রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর কোনো বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না। অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ভবিষ্যতে অধিকতর গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দিয়ে এ সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০২.২২-৩৫৫**—যেহেতু ডা. এ. আর. এম সাখাওয়াত হোসেন খান (৪৩৬৩৪), জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর-এর ০১-০৯-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৭-০৩-২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ৩১-০১-২০২২ খ্রিঃ তারিখের ৪৫ নম্বর স্মারকে অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (নং-০৪/২০২২) রুজু করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ১৭-০৫-২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে বিধি মোতাবেক তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু এ বিষয়ে শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার উপস্থাপিত বক্তব্য সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে;

সেহেতু সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনা করে ডা. এ.আর.এম সাখাওয়াত হোসেন খানকে বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং ভবিষ্যতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার আলোকে সঠিকভাবে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৭৬.২০২১-৩৫৪**—যেহেতু ডা. মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (১১৪৪০৬), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আগস্ট/২০১৬-এ অনুষ্ঠিত সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি পরীক্ষায় শুধু ১ম ও ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ হয়েও গেজেট জালিয়াতির মাধ্যমে সকল (১ম, ২য় ও ৩য়) পত্রে উত্তীর্ণ হওয়ার তথ্য অন্তর্ভুক্ত করেন এবং উক্ত তথ্য দিয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে দাখিল করে পদোন্নতির আবেদন করেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১০-১১-২০২১ খ্রিঃ তারিখে ৩৮৮ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে বিভাগীয় মামলা (নং-৫৪/২০২১) রুজু করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ০৫-০৬-২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ সপ্তম গ্রেড (২৯,০০০-৬৩,৪১০/-) স্কেলের বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৪২,৮৯০/- টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নধাপে ২৯,০০০/- টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণসূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ২৯,০০০-৬৩,৪১০/- টাকার স্কেলে (সপ্তম গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। ভবিষ্যতে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ চলমান বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০১০.২০২০-৩৫৩**—যেহেতু ডা. এনামুল করিম রাসেল (১৪৩১০৮), সহকারী সার্জন, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংযুক্ত: সিভিল সার্জনের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ গত ১৪-০৫-২০২০ খ্রি. হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ২০-০১-২০২১ খ্রিঃ তারিখের ২৫ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু গত ১৮-০৫-২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ কারণে তিনি দন্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা. এনামুল করিম রাসেলকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(খ) মোতাবেক তাকে ০৩ (তিন)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছরের জন্য ক্রমপুঞ্জীভূতহারে স্থগিত (Withholding of 3 increments for 3 Years cumulatively) রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর কোনো বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না। অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ভবিষ্যতে অধিকতর গুরুত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারি দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দিয়ে এ সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ০৬ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৬১.১৯-৩৬২**—যেহেতু ডা. গাজী মোঃ রফিকুল হক (১১১৫৭৩), উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), সরিষাবাড়ী, জামালপুর-এর বিরুদ্ধে জামালপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে গত ১২-০৪-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে জামালপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক শফিক জামান লেবুকে প্রদত্ত চিকিৎসায় গাফিলতি ও দায়িত্বহীনতার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০৯-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ১৯০ নম্বর স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণের পর অভিযোগ তদন্ত করার জন্য উপরোল্লিখিত বিধিমালার ৭(২)(ঘ) বিধি অনুসারে তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়;

যেহেতু কমিটি সরেজমিনে তদন্তের পর এ বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছে;

যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

সেহেতু, ডা. গাজী মো: রফিকুল হককে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল এবং ভবিষ্যতে অধিকতর সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ এ সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল;

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৬১.১৯-৩৬৩**—যেহেতু ডা. কামরুজ্জামান আল মাহমুদ (১৩০৭১৮), সহকারী রেজিস্ট্রার (সার্জারি), ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল-এর বিরুদ্ধে জামালপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে গত ১২-০৪-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে জামালপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক শফিক জামান লেবুকে প্রদত্ত চিকিৎসায় গাফিলতি ও দায়িত্বহীনতার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) মোতাবেক অসদাচরণের দায়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০৯-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ১৯০ নম্বর স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণের পর অভিযোগ তদন্ত করার জন্য উপরোল্লিখিত বিধিমালার ৭(২)(ঘ) বিধি অনুসারে তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়;

যেহেতু কমিটি সরেজমিন তদন্তের পর এ বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছে;

যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

সেহেতু, ডা. কামরুজ্জামান আল মাহমুদকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল এবং ভবিষ্যতে অধিকতর সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করতঃ এ সংক্রান্ত বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল;

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লোকমান হোসেন মিয়া
সিনিয়র সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ আষাঢ় ১৪২৯/২৭ জুন ২০২২

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০০৪.২০২০-২২১**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল (বিপি-৭৬০৬১১৯০২১), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার শেরপুর এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিজ্ঞ সি.এম.এম আদালত, ঢাকার সি.আর.মামলা নং যথাক্রমে ৬১২/২০১৮, ধারা-এন.আই এ্যাক্টের ১৩৮, মামলা নং-৮৮৩/২০১৮, ধারা-এন.আই এ্যাক্টের ১৩৮, মামলা নং-২০৬/২০১৯, ধারা-আই এ্যাক্টের ১৩৮, মামলা নং-৬০/২০২০ (শাহবাগ), ধারা-এন.আই এ্যাক্টের ১৩৮ এবং মামলা নং-৬৫/২০২০ (শাহবাগ), ধারা-এন.আই এ্যাক্টের ১৩৮ বর্তমানে বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে এবং বিজ্ঞ আদালতে হাজির হয়ে জামিন গ্রহণ করেছেন;

০২। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল (বিপি-৭৬০৬১১৯০২১), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, শেরপুর জেলা-কে বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি ৭৩ এর নোট ২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম ED (Reg VII)/S-123/78-115 (500), Date. Dacca the 21st November, 1978 অনুযায়ী তাকে চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

০৩। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (বি.এস.আর) পার্ট-১, বিধি-৭১ মোতাবেক খোরাকী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

০৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলায় প্রথম জামিন গ্রহণের দিন অর্থাৎ ২৮-০৩-২০১৯ তারিখ হতে কার্যকর হবে। ইতোমধ্যে পূর্ণ বেতন-ভাতা গ্রহণ করে থাকলে তা সমন্বয় করতে হবে।

মোঃ আখতার হোসেন
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ আষাঢ় ১৪২৯/২৬ জুন ২০২২

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০১৪.২১-৯৬**—জনাব মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম (বিপি-৭৮০৬১১২৩৬৮), কমান্ড্যান্ট, পুলিশ সুপার, ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, মাদারীপুর, সাবেক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, (পশ্চিম) সিএমপি, চট্টগ্রাম-হিসেবে কর্মকালে জনৈক সুমাইয়া আক্তার লিজা কর্তৃক গত ৩১-০১-২০১৯ তারিখ গুলিবিদ্ধ হওয়া সংক্রান্তে হালিশহর থানায় মামলা নং-২০(০১)১৯ এবং ০৮(০২)১৯ ধারা-১৪৮/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৪২/৩৭৯/৩৮৬/৪৪৭/৫০৬/৩৪ দণ্ডবিধিতে মামলা রুজু হয়। উক্ত দুটি মামলায় তদারকির কর্মকর্তা হিসেবে ভিকটিমের সাথে মামলার বিষয়ে কোনো আলোচনা না করা, যথাযথ আইনি পদক্ষেপ না নেয়া এবং তদারকির প্রতিবেদন না দাখিল করার অভিযোগে গত ২৩-০৯-২০২১ তারিখের ৯৮ নম্বর স্মারকে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তদপ্রেক্ষিতে তিনি গত ১৭-১০-২০২১ তারিখে কারণ দর্শানোর জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন জানান।

০২। অভিযুক্ত কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৪-১২-২০২১ তারিখে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে গত ২০-০১-২০২২ তারিখে ১৮ নম্বর স্মারকে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য জনাব সানা শামীমুর রহমান (বিপি-৭২০১১২১৩৯৯), অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, সিএমপি, চট্টগ্রাম-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

০৩। তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব সানা শামীমুর রহমান (বিপি-৭২০১১২১৩৯৯), অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, সিএমপি, চট্টগ্রাম তদন্ত শেষে গত ২৫-০৫-২০২২ তারিখে ৩৪০ নম্বর স্মারকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম (বিপি-৭৮০৬১১২৩৬৮)-এর বিরুদ্ধে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও সঠিকভাবে ও যথাসময়ে তদন্ত তদারকি প্রতিবেদন দাখিল না করার অভিযোগ আংশিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়।

০৪। এমতাবস্থায়, জনাব মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম (বিপি নং-৭৮০৬১১২৩৬৮), কমান্ড্যান্ট (পুলিশ সুপার), ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, মাদারীপুর, সাবেক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (পশ্চিম) সিএমপি, চট্টগ্রাম-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি, তদন্ত প্রতিবেদন এবং অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার-৪ এর (২)(খ) উপবিধি অনুযায়ী আগামী ০২ (দুই) বছরের জন্য তার "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা"-এর দন্ড প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আখতার হোসেন
সিনিয়র সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ আষাঢ় ১৪২৯/০৫ জুলাই ২০২২

নং **২৩.০০.০০০০.১২০.২৭.০৭২.২১-৩৪১**—যেহেতু, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস (এমইএস)-এর উপসহকারী প্রকৌশলী বি/আর (পি) (ব্যক্তিগত নম্বর: ৮০৭২৫) জনাব মাসেরেকুস সালেহীন এর বিরুদ্ধে স্থানীয় তদন্ত পর্ষদ বিভাগীয় আইন অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেছে এবং

যেহেতু, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিররণী প্রেরণ করা হয়েছে এবং তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করেছেন;

সেহেতু, এমইএস এর ভাবমূর্তি রক্ষাসহ সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী তাঁকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম
সিনিয়র সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২১ আষাঢ় ১৪২৯/০৫ জুলাই ২০২২

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৭.২৭.০০১.২০২২-৫৪**—যেহেতু, আপনি জনাব রাশেদুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক পদে বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, ঢাকায় পদস্থ এবং পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স, উত্তারায় গত ৩০-০৬-২০২১ খ্রি. তারিখ হতে সংযুক্ত আছেন;

যেহেতু, আপনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত ২৪-১০-২০২১ খ্রিঃ হতে ০১-১১-২০২১ খিঃ পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন এবং আপনাকে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫৮.০১.০০০০.১০১.৪০.০২০.১৩.২২৪৭, তারিখ: ২৫-১১-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হলেও উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, আপনি কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতীত ০৩ (তিন) বারসহ মোট ১১ (এগার) বার কর্মে (২১-০৫-২০১৬, ০২-০৪-২০১৭, ০৯-০৫-২০১৮, ০৬-০৬-২০১৮, ১২-০২-২০১৯, ১৭-০৪-২০১৯, ০৬-০৬-২০১৮, ১২-০২-২০১৯, ১৭-০৪-২০১৯, ০৬-০৫-২০১৯, ০৩-০৬-২০১৯ হতে ০৯-০৬-২০১৯ খ্রিঃ) অনুপস্থিত ছিলেন; তন্মধ্যে ০৬-০৬-২০১৮ ও ০৬-০৫-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে এবং ০৩-০৬-২০১৯ হতে ০৯-০৬-২০১৯ পর্যন্ত বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন ও ৩ (তিন) বার কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, আপনি ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অফিস আদেশ অমান্য করে ১৮-১১-২০১৭, ১১-০৫-২০১৮ ও ০৯-০৩-২০১৯ খ্রিঃ তারিখসহ একাধিক মাসিক সমন্বয় সভায় অনুপস্থিত ছিলেন;

যেহেতু, আপনার এহেন কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" বিধায় বিভাগীয় মামলা ০১/২০২২/পাসপোর্ট রুজুপূর্বক এ বিভাগের ০৯-০২-২০২২ খ্রিঃ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৭.২৭.০০১. ২০২২.১২ নম্বর স্মারকমূলে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলে ২২-০৩-২০২২ খ্রিঃ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ২৫-০৪-২০২২ খ্রিঃ তারিখে আপনার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, কৈফিয়তের জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধিমতে তদন্তের জন্য জনাব তরফদার মাহমুদুর রহমান, উপসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা গত ২৯-০৬-২০২২ খ্রিঃ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে প্রতীয়মান হয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় গত ২৫-১১-২০২১ খ্রিঃ তারিখে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় যার জবাব আপনি প্রদান করেননি। পূর্বানুমিত ব্যতীত মোট ১১ (এগার) বার কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। এছাড়া ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অফিস আদেশ অমান্য করে একাধিক মাসিক সমন্বয় সভায় অনুপস্থিত থাকার অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত;

সেহেতু, আপনি জবাব রাশেদুল ইসলাম, সহকরী পরিচালক এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২) এর (ঘ) বিধি মোতাবেক "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। জনাব রাশেদুল ইসলাম এর বর্তমান বেতন স্কেল ৭ম গ্রেড (২২,০০০-৫৩,০৬০/-) এবং মূল বেতন ৩২,৫৪০/- টাকা। অবনমিত ধাপে তাঁর মূল বেতন হবে ২২,০০০/- (বাইশ হাজার) টাকা।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৭.২৭.০০৪.২০-৫৫**—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন (পিএন ৫৭১১), সহকারী পরিচালক পদে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ফরিদপুরে গত ২৮-০২-২০২০ খ্রিঃ হতে ২৪-০৬-২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন;

যেহেতু, আপনার কর্মরত সময়ে গত ১৯-০৪-২০২০ খ্রিঃ তারিখে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে ড্রাইভার জনাব মোঃ নিজামুর রহমান (পি এন ৬৭৮৫) এর চালনায় রেসকিউ ফায়ার কমান্ড ভেহিক্যাল (পাজেরো) গাড়ি নং ঢাকা মেট্রো ম-১৪-১৫৯৭) যোগে সকাল ৮.৩০ ঘটিকায় ফরিদপুর হতে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে মিরপুর ১৩ পর্যন্ত গমন করেন।

যেহেতু, আপনি ব্যক্তিগত কাজে ফরিদপুর হতে ঢাকা ৩৭৪ কি.মি. পথ গমনাগমন করলেও ফরিদপুর হতে পাংশা ফায়ার স্টেশনে ১২০ কি.মি. গমণাগমন দেখান। পরবর্তীতে মুকসুদপুর, মাদারীপুর ও ভাঙ্গা ফায়ার স্টেশনে সরেজমিনে গমনামগম না করেই ড্রাইভার জনাব মোঃ নিজামুর রহমানের মাধ্যমে মোবাইলে গাড়ি ইন আউট দেখিয়ে অকারেন্স রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশনা প্রদান করে ২৫৪ কি.মি. পথ সমন্বয় দেখান;

যেহেতু, অধিদপ্তরের ১২-০৭-২০০৪ তারিখের এফএসওসিডি/অপাঃওমেইনঃ/৩৯৫৮(২৫) নং স্মারকমূলে রেসকিউ ফায়ার কমান্ড ভেহিক্যাল (পাজেরো) শুধুমাত্র অপারেশনাল কাজে গমনাগমন, পরিদর্শন এবং প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও আপনি উক্ত নির্দেশনা অমান্য করে বর্ণিত গাড়িটি ব্যক্তিগত কাজে মোট ৩৭৪ কি.মি. পথ চলাচল করেন। প্রতি লিটার অকটেনে ৪ কি.মি. গাড়ি চলাচল করে। ৩৭৪ কি.মি. গাড়ি চলাচল করতে অকটেন খরচ হয় ৩৭৪÷৪=৯৩.৫ লিটার। প্রতি লিটার অকটেন ৮৯/- টাকা হারে ৯৩.৫ লিটার অকটেনের তৎকালীন বাজারমূল্য (৯৩.৫×৮৯) = ৮,৩২১.৫০/- (আট হাজার তিনশত একুশ টাকা পঞ্চাশ) টাকা যা সরকার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়;

যেহেতু, আপনার এহেন কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" বিধায় বিভাগীয় কার্যধারা ০২/২০২২/ফায়ার রুজুপূর্বক এ বিভাগের ০৩-০৩-২০২২ খ্রিঃ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৭.২৭.০০৪. ২০.১৭ নম্বর স্মারকমূলে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলে ১৬-০৩-২০২২ খ্রিঃ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ২০-০৪-২০২২ খ্রিঃ তারিখে আপনার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, কৈফিয়তের জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধিমতে তদন্তের জন্য জনাব কানিজ ফাতেমা, সিনিয়র সহকারী সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা গত ২৭-০৬-২০২২ খ্রিঃ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন (পিএন-৫৭১১) এর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত;

যেহেতু, অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, দাখিলকৃত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানি ও তদন্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি পর্যালোচনায় জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন (পিএন-৫৭১১), সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ফরিদপুর জেলা (বর্তমানে পিআরএল ভোগরত) সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রামাণিত;

যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন (পিএন ৫৭১১), সহকারী পরিচালক এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রামাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(গ) বিধি মোতাবেক ৮,৩২১.৫০ (আট হাজার তিনশত একুশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশ করা হলো। অন্যথায়, আনুতোষিক থেকে আদায় করতে হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৫ আষাঢ় ১৪২৯/২৯ জুন ২০২২

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৯.২২-৭৩০**—ঢাকা জেলার উত্তরা পশ্চিম থানার মামলা নং-৩৬(১১)২০২০-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(উ)/৭/৮/৯/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৯.২২.৭৩১**—ঢাকা জেলার মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং-৭১(০৭)২০২১-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৯.২২.৭৩২**—ঢাকা জেলার মতিঝিল থানার মামলা নং-০৩(০৪)২০২০-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৭/৮/৯/১০/১১ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৯.২২.৭৩৩**—ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা থানার মামলা নং-১৭, তারিখ: ১৯-০৮-২০২০ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩)/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৯.২২.৭৩৪**—জয়পুরহাট জেলার সদর থানার মামলা নং-০৩, তারিখ: ০২-০১-২০২১ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩)/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৯.২২.৭৩৫**—চট্টগ্রাম জেলার ইপিজেড থানার মামলা নং-১০, তারিখ: ১৪-০৭-২০২১ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৯.২২.৭৩৬**—নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার মামলা নং-১৩, তারিখ: ১৩-০৯-২০২১ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(১) এর (ক)(খ)/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৯.২২.৭৩৭**—রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার মামলা নং-২৯, তারিখ: ২৩-০৯-২০২০ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফৌজিয়া খান
উপসচিব।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
কারা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ আষাঢ় ১৪২৯/১৭ জুলাই ২০২২

নং **স্বঃমঃই(ব্যক্তি)-৫/২০১০(কারা-১)-২৯২**—জনাব মোঃ জাকের হোসেন, জেল সুপার, হবিগঞ্জ জেলা কারাগারকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ অনুযায়ী ৫৯ বছর পূর্ণ হওয়ায় ৩০-১০-২০২১ তারিখে অবসর প্রদান করা হয়। তৎসময়ে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং ০৩/২০২১ চলমান ছিল। সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৯-০১-২০২২ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০২৯.২১-২৪ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে বিভাগীয় মামলার শাস্তি হিসাবে "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" লঘুদণ্ড প্রদানপূর্বক বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়। অবনমিত ধাপে তাঁর মুল বেতন ২৩,০০০/- (তেইশ হাজার) টাকা।

০২। তাঁর অনুকূলে ১৮ (আঠারো) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ ছুটি নগদায়ন (লাম্প গ্রান্ট) সহ ৩১-১০-২০২১ হতে ৩০-১০-২০২২ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বছরের অবসর-উত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুর করা হলো এবং ৩১-১০-২০২২ তারিখে তিনি চূড়ান্ত অবসর গ্রহণ করবেন।

০৩। তিনি বিধি অনুযায়ী অবসর ও অবসর-উত্তর ছুটিকালীন সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

০৪। সুরক্ষা সেবা বিভাগের ০৬-০৭-২০২২ তারিখের স্বঃমঃই(ব্যক্তি)-৫/২০১০(কারা-১)-২৭৪ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি এতদ্দ্বারা বাতিল করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তাহ্‌নিয়া রহমান চৌধুরী
উপসচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-৭ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ শ্রাবণ ১৪২৯/১৯ জুলাই ২০২২

নং **২৩.০০.০০০০.০৭০.১৯.০৮৬.১৯.১৯৫**—বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর নিম্নোক্ত ০২ (দুই) জন কর্মকর্তাকে বিমান বাহিনী নির্দেশিকা ১/৯৩ এর অনুচ্ছেদ-৫(এ) ও ৫(বি) অনুযায়ী তাঁদের নামের পাশে ৫ম কলামে বর্ণিত তারিখ থেকে শাখা পরিবর্তন করা হলো:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার পদবি, নাম, নম্বর ও বিদ্যমান শাখা	বিদ্যমান শাখায় কমিশনের তারিখ	পরিবর্তনকৃত শাখা	শাখা পরিবর্তনের তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
(১)	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোঃ খায়রুল আনাম নূর সাকিব (বিডি/১০০৩৭), (জিডি(পি)	০১ ডিসেম্বর ২০১৭	লজিস্টিক শাখা	২০ জুন ২০২২
(২)	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোঃ শাহজালাল গাজী ফুয়াদ (বিডি/১০০৩৭), (জিডি(পি)	০১ ডিসেম্বর ২০১৭	অ্যাডমিন শাখা	০৪ এপ্রিল ২০২২

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হেলালুজ্জামান সরকার
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ আষাঢ় ১৪২৯/১৭ জুলাই ২০২২

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১৮২.২২.২৭৮**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-১০২২৫৮ ক্যাপ্টেন নুসরাত জাহান দিবা, এএমসি-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি এ্যাক্ট রুল্‌স্ ৯(এ) এবং আর্মি রেগুলেশন্স (রুল্‌স্) ৭৮(সি), ২৫৩(এ) ও ২৬১ অনুযায়ী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ আষাঢ় ১৪২৯/১৪ জুলাই ২০২২

নং **৪৭.৬১.০০০০.০৩২.০৬.০৮৬.১৬.৩৩৯**—বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি জাতীয় পরিবহণ ব্যবস্থা। সমগ্র রেলওয়ে প্রশাসনের কর্মচারী নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ রেলওয়ে সমবায় ঋণদান সমিতি, চট্টগ্রাম এর সদস্য সংখ্যা ২৪,৪৬৫ জন। এত অধিক সংখ্যক রেলওয়ে কর্মচারীদের সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিতির জন্য ছুটি প্রদান করা হইলে রেল পরিচালনায় মারাত্মক সংকট দেখা দিবে এবং দাপ্তরিক কাজে অচলাবস্থার সৃষ্টিসহ জনস্বার্থ বিঘ্নিত হইবে।

বর্ণিত বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশ রেলওয়ে সমবায় ঋণদান সমিতি, চট্টগ্রাম এর কার্যক্রম সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ধারা-৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার জনস্বার্থে উক্ত সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা প্রতিনিধি/ডেলিগেট এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের জন্য সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত-২০২০) এর বিধি ২১(১) এর প্রয়োগ হতে এককালীন অব্যাহতি প্রদান করিল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সিদ্ধার্থ শংকর কুন্ডু
উপসচিব।